ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-১৯০৩
আগরতলা, ২৩ জুলাই, ২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

‘বেতন বঞ্চিত ৬০ শিক্ষক’ শিরোনামে ১৭-০৭-২০২৫ তারিখে প্রতিবাদী কলম-এ প্রকাশিত সংবাদটি সত্য নয় বলে মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এবিষয়ে এক স্পষ্টিকরণ দিয়ে দপ্তরের অধিকর্তা জানিয়েছেন যে, ১) দপ্তর যেসমস্ত শিক্ষক পাঁচ বছরের সার্ভিস পূর্ণ করেছেন তাদের জন্য সংশোধিত পে স্কেল-এর বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে ২০২৫ এর ১১ জুন (Memo No. F.1(1-34)-SE (NG)/2025)। করবুক বিদ্যালয় পরিদর্শক এর অধীনে এরকম রেগুলার হওয়া শিক্ষকের সংখ্যা হল ১৯ এবং সংবাদপত্রের বক্তব্য অনুযায়ী ৬০ নয়। ২) এটা সত্য যে কিছু শিক্ষক এখনো তাদের নতুন স্কেল বেতন পাননি। তবে এই শ্রেণীর সমস্ত শিক্ষক করবুক বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীনে নন। কিছু স্ব-উদ্যোগে বেতন প্রদায়ী বিদ্যালয় এবং করবুক বিদ্যালয় পরিদর্শকের আওতার বাইরে ডিডিও-র অধীনে কর্মরত শিক্ষকও রয়েছেন। সব মিলিয়ে এরকম বঞ্চিত শিক্ষকের সংখ্যা হচ্ছে ৩৯ জন এবং সংবাদে উল্লেখিত ৬০ জন নয়। ৩) দপ্তরের মেমো ১১ জুন, ২০২৫-এ তৈরি হলেও ১৪ এবং ১৫ জুন, ২০২৫ সরকারি ছুটি ছিল। তা স্বত্বেও ১২ এবং ১৩ জুন, ২০২৫ তড়িঘড়ি করে তাদের জন্য নতুন বেতন কাঠামো তৈরি করে ১৬ জুন, ২০২৫ করবুক সাব ট্রেজারি অফিসে পাঠানো হয়। নতুন বেতন কাঠামো অনুযায়ী যাতে শিক্ষকরা বেতন পান সেজন্য দপ্তর সাবট্রেজারির সাথে যোগাযোগ বজায় রেখেছে। ৪) এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, করবুক সাবট্রেজারি অফিসটি সম্প্রতি চালু হয়েছে। ফলে সাবট্রেজারির প্রক্রিয়াগত কারণে একটু দেরি হচ্ছে। এতে মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের কোন হাত নেই।

তাই করবুক বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয়ের পক্ষ থেকে অসহযোগিতা ও ধীর কর্ম প্রক্রিয়ার অভিযোগটি ভিত্তিহীন। দপ্তর এসম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় যথা সময়ে সমাধান করার জন্য তৎপর ছিল বলে দাবি করেছেন মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা।

******